বিশেষ ক্রোড়পত্র ২১ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

দুর্নীতি দমন কমিশনের একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দুর্নীতি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি এবং উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশ যখন দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, আন্তর্জাতিক অর্জনসহ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করছে তখন দুর্নীতির কালো ছায়া দেশের সাধারণ নাগরিকসহ প্রতিটি নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষকে ব্যথিত করে। দুর্নীতি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকেই শুধু বাধাগ্রস্ত করে না, দেশের গণতন্ত্রের বিকাশেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বৈশ্বিক উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনের পাশাপাশি জাতিসংঘ কর্তৃক সদ্য ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর অর্পিত রয়েছে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের গুরুদায়িত্ব। কমিশন এই দায়িত্ব পালনে ইতোমধ্যে যথেষ্ট দক্ষতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। দেশের আলোচিত কিছু দুর্নীতির অভিযোগ কমিশন সফলতার সাথে তদন্ত করে দোষীদের আইনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

আমি জেনে খুশি হয়েছি জেলা, উপজেলা, মহানগর পর্যায়ে কমিশন কর্তৃক গঠিত 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি'সহ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় গঠিত 'সততা সংঘ'র (Integrity Unit) সদস্যরাও দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এর আলোকে কমিশন সরকারি দপ্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গণশুনানি (Public Hearing) কার্যক্রম শুরু করেছে। এর ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার আমাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি সকলের দৃঢ় অঙ্গীকার। দেশবাসীর প্রতি আমার আহ্বান- আসুন, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে দুর্নীতিকে 'না' বলি। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় কমিশন সফল হোক, একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এটাই মানুষের একান্ত প্রত্যাশা।

আমি দুর্নীতি দমন কমিশনের অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাণী

চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশনের একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

সমসাময়িক বাস্তবতা বিবেচনায় কার্যকরভাবে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০০৪ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে এই আইনের আলোকেই ২০০৪ সনের ২১ নভেম্বর স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দুর্নীতির প্রকোপ রয়েছে। দুর্নীতি নামক এই ঘৃণিত অপরাধ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের বিকাশ, ব্যবসা, বাণিজ্যসহ রাষ্ট্রের সকল উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কমিশন উহার তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কমিশন অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো পরিচয়কে ন্যূনতম গুরুত্ব না দিয়ে কেবল অভিযোগের বস্তুনিষ্ঠতার আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। দালিলিক প্রমাণাদি ও পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ব্যতিরেকে কমিশন কোনো প্রকার রাগ-অনুরাগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। ইতোমধ্যেই দেশের বহুল আলোচিত কতিপয় দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের অনেকেই এখন আইনের জালে আবদ্ধ। দেশবাসীকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই– দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান এ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

বর্তমান কমিশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সমাজে সততা, নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও মহানগর পর্যায়ে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠিত 'সততা সংঘ'র মাধ্যমে নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশবাসীর প্রতি আমার বিনম্র আহ্বান–আসুন, আমরা সম্মিলিতভাবে দুর্নীতিপরায়ণদের অন্তরের অন্তঃস্থল হতে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করি। সামাজিকভাবে তাদেরকে প্রত্যাখান করি।

পরিশেষে কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

মো. বদিউজ্জামান

বাণী

কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশনের একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভলগ্নে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে; যিনি দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে নিজেকে আত্মনিয়োগের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন। দুর্নীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের বিকাশ, দারিদ্র বিমোচনসহ সকল উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দুর্নীতির প্রকোপ রয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকলে জাতিসংঘ কর্তৃক সদ্য ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনেও বাংলাদেশ সফল হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে মাত্র ১০৭৩ জনবল দিয়ে সীমিত সম্পদের ব্যবহার করে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে দেশের সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই কমিশন উহার কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যেই ব্যাংকিং সেক্টর, এমএলএম ব্যবসার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করা, নিয়োগ দুর্নীতিসহ আলোচিত অধিকাংশ দুর্নীতির অভিযোগসমূহের অনুসন্ধান বা তদন্ত করে দোষীদের আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কমিশনের এই দৃঢ় অবস্থান অব্যাহত থাকবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও মহানগর পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'সততা সংঘ' গঠন করা হয়েছে।

পরিশেষে কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মো. সাহাবুদ্দিন চুপপু

নিরন্তর এগিয়ে চলা

১৯৪৪ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার কর্তৃক একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে গণকর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে এদেশে দুর্নীতি দমনের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ জারির মাধ্যমে পুলিশের উপর এ গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এতে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি পৃথক সরকারি দপ্তর তথা দুর্নীতি দমন ব্যুরো গঠনসহ অন্যান্য লক্ষ্য নিয়ে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ জারি করা হয়। উক্ত আইনের আওতায় প্রাথমিকভাবে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম অস্থায়ীভাবে শুরু করলেও ১৯৬৭ সাল থেকে একটি স্থায়ী দপ্তর হিসেবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কার্যক্রম শুরু হয়। তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর স্বাধীনভাবে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করার আইন অনুযায়ী সুযোগ ছিল না। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর জরিপে বাংলাদেশ পরপর পাঁচ বছর শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সাধারণ মানুষ, উন্নয়ন সহযোগী, রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যমসহ সুশীল সমাজের দাবির প্রেক্ষিতে ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর 'ব্যুরো অব এন্টি করাপশন' বিলুপ্ত করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর আলোকে কমিশনের অন্যতম কাজ হলো উক্ত আইনের তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনা করে দোষীদের আইনের আদালতে উপস্থাপন করানো। এক্ষেত্রে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করার ফলে জনআকাঙ্ক্ষা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিযোগের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করার জন্য উপস্থাপন করা হলো:

সাল	প্রাপ্ত অভিযোগ	অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত
২০১০	৬৯৯৮	২৭৫
২০১১	৮০৫৬	১১৩৮
২০১২	৯৯৯৬	১০১৩
২০১৩	১০০৩৪	১২১৩
২০১৪	১০৬৮৭	৯৮৮

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১০ সালকে ভিত্তিবছর হিসেবে ধরলে ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে অভিযোগ প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৫%, ৪৩%, ৪৩% ও ৫৩%। অভিযোগ প্রাপ্তির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির হারই নির্দেশ করে দুর্নীতি দমন কমিশন জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অনুরূপভাবে, ২০১০ সালকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরলে ২০১১, ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালে অনুসন্ধান কার্যক্রমের হার বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩১৪%, ২৬৮%, ৩৪১% ও ২৫৯%; যা কমিশনের কার্যক্রমের গতিশীলতার ইঙ্গিত বহন করে।

বিভিন্ন উৎস থেকে কমিশন এসব অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী সচেতন জনসাধারণ, সংবাদপত্র, গোয়েন্দা সংস্থা, কমিশনের নিজস্ব সোর্স, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থাই অভিযোগ প্রাপ্তির মূল উৎস। প্রতিটি অভিযোগ কমিশন সমগুরুত্ব সহকারে যাচাই-বাছাই করে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে বিবেচনা করে :

(১) অভিযোগটি কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধ কি-না;
(২) অভিযোগটি সুনির্দিষ্ট তথ্য ভিত্তিক কি-না;
(৩) অভিযোগের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা;
(৪) অপরাধ সংঘটনের সময়কাল ও অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি।

অভিযোগ গ্রহণ এবং অনুসন্ধানের পাশাপাশি মামলা দায়ের এবং মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিশন ২০১০ সালে ২৭৩টি, ২০১১ সালে ৩৬৬টি, ২০১২ সালে ৫২১টি, ২০১৩ সালে ৩৫০টি এবং ২০১৪ সালে ৩২১টি মামলা দায়ের করে। অনুরূপভাবে ২০১০ সালে ৮২১টি, ২০১১ সালে ৯১৫টি, ২০১২ সালে ৯৭০টি, ২০১৩ সালে ৯২৬টি এবং ২০১৪ সালে ৯৫৯টি মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্পন্ন করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের জনবল ১০৭৩ জন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তিন শতাধিক মাত্র। এই স্বল্প জনবল দিয়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করছে দুর্নীতি দমন কমিশন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কমিশনের নেতৃত্বে প্রবল কর্মস্পৃহা, দেশপ্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমেই এই সাফল্য অর্জন করেছে। মামলা দায়ের এবং তদন্তের পাশাপাশি বিচারিক আদালত ও উচ্চ আদালতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত আইনজীবীদের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করছে কমিশন। বিচারিক আদালত কর্তৃক ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫০০টি মামলায় অভিযুক্তদের কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন প্রকারের দণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন উচ্চ আদালতেও প্রতিটি মামলা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করছে। আজকের বাস্তবতা হচ্ছে- দেশের অনেক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি দুদকের আইনের আওতায় আবদ্ধ।

মানিলন্ডারিং ক্ষেত্রে দুদকের সাফল্য : মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনায় কমিশন আশাতীত সাফল্য পেয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কমিশন মানিলন্ডারিং অপরাধে ২৮৪টি মামলা দায়ের করে। ২৫৭টি মামলার তদন্ত সম্পাদন করে ২১৪টি মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করে। বিচারিক আদালতে ৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রত্যেকটি মামলায় অভিযুক্তদের সাজা হয়েছে। অর্থাৎ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার শতভাগ। পাশাপাশি বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনারও গৌরব অর্জন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের আলোচিত সাফল্য : সোনালী ব্যাংক লি.- এর হোটেল শেরাটন শাখার গ্রাহক হলমার্ক গ্রুপসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি, এমএলএম কোম্পানি ডেসটিনির দুর্নীতি, বিসমিল্লাহ গ্রুপের দুর্নীতি, বেসিক ব্যাংকের দুর্নীতি এবং কয়েকটি এমএলএম কোম্পানির দুর্নীতিসহ বেশ কয়েকটি আলোচিত দুর্নীতির ঘটনা কমিশনের গোচরীভূত হওয়া মাত্রই অভিযান তথা অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সকল আলোচিত দুর্নীতির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তদন্ত সম্পন্ন করে আসামীদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল মামলায় অনেক আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ এখনও কারাগারে রয়েছেন। তফসিলভুক্ত যে-কোনো ধরনের দুর্নীতি কমিশনের গোচরীভূত হলেই অভিযান পরিচালনায় বর্তমান কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম : কমিশনের প্রণীত দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মকৌশলপত্রের আলোকে দেশের প্রতিটি এলাকায় দুর্নীতির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪২২টি উপজেলা, ৬২টি জেলা, ১টি মহানগর ও ৮টি আঞ্চলিক মহানগর 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহ গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচারণামূলক কর্মসূচি যেমন- আলোচনাসভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময় সভা, পথসভা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে দেশের প্রায় ২২ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে 'সততা সংঘ'। 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা চর্চা প্রসারের লক্ষ্যে সততা সংঘ গঠন করা হয়েছে।

গণশুনানি : দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'গণশুনানি'র মতো নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কমিশন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পত্র এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২- এর আলোকে দুর্নীতি দমন কমিশন গণশুনানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মূলত জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নিকট স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সেবা প্রাপ্তিতে সুনির্দিষ্ট সমস্যা উপস্থাপন এবং তা সমাধানকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য কমিশন 'গণশুনানি' কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে ঢাকা জেলার সাভার, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা ও কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল গণশুনানিতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতিরোধ সপ্তাহ : ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর ২৬ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিরোধ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দুদকের প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে র‍্যালি, মানববন্ধন, আলোচনাসভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময় সভা, পথসভা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ ব্যাপক কর্মসূচি পালন করে আসছে।

তথ্য অধিকার : তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দুদক- এর প্রতিটি কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশে প্রথম তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করে। কমিশন এ পর্যন্ত ১৮টি আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ করেছে। দুদক নিয়মিত মাসিক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম জনগণের নিকট উপস্থাপন করে।

বাণী

কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশনের একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অন্যান্য কর্মসূচির সাথে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সাথে দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম মূলনীতি। রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনকে অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে কমিশন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিরোধমূলক এই কর্মসূচিতে এবার নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে গণশুনানি। দেশের সাধারণ মানুষকে ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যেই গণশুনানির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সেবা প্রদানকারী প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতায়নে গণশুনানি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করা হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ

বাণী

সচিব
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশনের একাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশের এই লগ্নে আমি আনন্দিত।

দেশের সকল প্রকার উন্নয়ন উদ্যোগের একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের কল্যাণের জন্য বিনিয়োগকৃত সম্পদ আংশিক বা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে। ফলে জনগণ এর সুফল হতে বঞ্চিত হন।

দুর্নীতি দমন কমিশন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে প্রায় ষোল কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে মাত্র এক হাজারের কিছু বেশি জনবল দিয়ে এই কাজে আশানুরূপ ফল পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে কমিশন মনে করে।

এ উদ্দেশ্যে কমিশন দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও মহানগরে সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছে। তাছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় বাইশ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'সততা সংঘ' গঠন করা হয়েছে। 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা' এই আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্বে সম্মানের সাথে পরিচয় দিতে পারব।

আমি দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আবু মো. মোস্তফা কামাল